ইউএনওকে দেখতে হাসপাতালে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা

দুর্বৃত্তদের হামলায় দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ওয়াহিদা খানম দুর্বৃত্তদের হামলায় অবস্থা সংকটাপন্ন। তিনি বর্তমানে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসাইন্স হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তার চিকিৎসার খোঁজ-খবর নিতে হাসপাতালে গেছেন জনপ্রসাশন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন ও প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব আহমদ কায়কাউস।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর নিউরো সাইন্স হাসপাতালে তারা ওয়াহিদাকে দেখতে যান।

এ সময় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে আরো প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব, স্বাস্থ্য সচিব আবদুল মান্নান, বিসিএস সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এলজিআরডি সচিব হেলাল উদ্দিন, অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি ও স্থানীয় সরকারের অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি মেসবাহ উদ্দিন।

এদিকে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস ও হাসপাতালের প্রধান অধ্যাপক ডা. কাজী দীন মোহাম্মদ জানিয়েছেন, ইউএনও ওয়াহিদা খানমের মাথায় আঘাতের কারণে হাড় ভেঙে সেটা মস্তিষ্কে ঢুকে গেছে। তার এক সাইড অবশ হয়ে আছে। তাকে আইসিইউতে রাখা হয়েছে। আমরা একটি অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। রাত ৯টার দিকে এটা করা হতে পারে।

বুধবার (০২ সেপ্টেম্বর) দিনগত রাত ২টার দিকে দুর্বৃত্তরা তার বাসায় ঢুকে ধারালো অস্ত্র ও হাতুড়ি জাতীয় কিছু একটা দিয়ে ইউএনও এবং তার বাবার ওপর হামলা চালায়। ইউএনওর মাথায় গুরুতর আঘাত এবং তার বাবাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর আহত করা হয়। পরে আজ বৃহস্পতিবার তাকে ঢাকায় আনা হয়।

দিনাজপুরে বাসায় ঢুকে ইউএনওকে কুপিয়ে জখম, মাথার হাড় ভেঙে মস্তিষ্কে ঢুকে গেছে

দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ওয়াহিদা খানম (৩৫) ও তার বাবা ওমর আলীকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করেছে দুর্বৃত্তরা। আহত ইউএনও বর্তমানে রংপুর ডক্টরস ক্লিনিকে আইসিইউতে চিকিৎসাধীন। তার বাবাকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসাপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দুই জনকেই ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে।

বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) রাত আড়াইটার দিকে সরকারি বাসভবনের ভেন্টিলেটর ভেঙে এই ঘটনা ঘটিয়েছে দুষ্কৃতকারীরা। জানা গেছে, উভয়ে শরীর ও মাথায় আঘাত পেয়েছেন।

ইউএনওর বাবা ওমর আলী প্রতিদিন সকালে হাঁটাহাঁটি করেন। কিন্তু আজ সকালে তিনি বাড়ি থেকে হাঁটার জন্য বের না হওয়ায় তার সঙ্গীরা খোঁজ নিতে বাড়িতে যান। পরে বাড়িতে ডাকাডাকি করেও কোনও সাড়া না পেয়ে পুলিশকে খবর দেন তারা। পরে পুলিশ এসে ইউএনও ও তার বাবাকে আহতাবস্থায় দেখে তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। ঘটনার সময় প্রহরীকে একটি ঘরে বেঁধে রাখা হয়েছিল বলে জানা গেছে।

এখন পর্যন্ত বাড়ির কোনও কিছু খোয়া গেছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে, পূর্ব শত্রুতার জের ধরে এই ঘটনা ঘটেছে।

এই ঘটনা জানার পরপরই দিনাজপুরের জেলা প্রশাসক মাহমুদুল আলম, পুলিশ সুপার আনোয়ার হোসেনসহ প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে গেছেন।

ঘোড়াঘাট থানার ওসি আমিরুল ইসলাম বলেন, এই ঘটনায় একটি মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে তদন্ত করা হচ্ছে।

ঘোড়াঘাট পৌরসভার মেয়র আব্দুস সাত্তার মিলন বলেন, প্রশাসনের কর্মকর্তারা এখনও বিষয়টি তদন্ত করছেন। এখনও সঠিকভাবে কিছুই বলা

যাচ্ছে না, ঘটনাটি খুবই মর্মান্তিক। এখানে প্রশাসনের কর্মকর্তারা আছেন। হত্যার উদ্দেশ্যে ডাকাতির মতো একটি বিষয়। আহতরা খুবই গুরুতর এবং রংপুরে পাঠানো হয়েছে। তাদের ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হতে পারে।

পরে জানা গেছে, ঘোড়াঘাট উপজেলার ইউএনও ওয়াহিদা খানমের মাথায় আঘাতের কারণে হাড় ভেঙে সেটা মস্তিষ্কে ঢুকে গেছে। তার এক সাইড অবশ হয়ে আছে।

ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস ও হাসপাতালের পরিচালক ও প্রখ্যাত নিউরোসার্জন অধ্যাপক ডা. কাজী দীন মোহাম্মদ সাংবাদিকদের এসব তথ্য জানান।

তিনি বলেন, ইউএনও ওয়াহিদাকে আইসিইউতে রাখা হয়েছে। আমরা একটি অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। রাত ৯টার দিকে এটা করা হতে পারে।

দুর্বৃত্তদের হামলায় গুরুতর দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ওয়াহিদা খানমকে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নিউরোসায়েন্স হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বৃহস্পতিবার বিকাল সোয়া ৩টার দিকে তাকে হেলিকপ্টারে করে ঢাকায় আনা হয়। ওই হামলায় ইউএনও ওয়াহিদা খানমের বাবাও গুরুতর আহত হন।

ইউএনও ওয়াহিদা খানম নিজের সরকারি বাসভবনে দুর্বৃত্তদের হামলার শিকার হন। বুধবার দিবাগত রাত ২টার পর দুর্বৃত্তরা তার বাসায় ঢুকে ধারালো অস্ত্র ও হাতুড়ি জাতীয় কিছু একটা দিয়ে ইউএনও এবং তার বাবার ওপর হামলা চালায়। ইউএনওর মাথায় গুরুতর আঘাত এবং তার বাবাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর আহত করা হয়।

পুলিশ জানায়, ইউএনওর বাসভবনের ভেন্টিলেটর দিয়ে বাসায় ঢুকে ওয়াহিদা ও তার বাবা ওমর আলীর ওপর হামলা হয়।

আহত ওয়াহিদা খানমকে প্রথমে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে তাকে এয়ার অ্যাস্বুলেন্সে করে ঢাকার আনা হয়। ওয়াহিদার বাবাকে ঘোড়াঘাট স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

ওয়াহিদার বাবা নওগাঁ থেকে মেয়ের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন। তার স্বামী মেজবাহুল হোসেন রংপুরের পীরগঞ্জের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা। তাদের তিন বছর বয়সী এক ছেলে রয়েছে।

মেহেরপুরে নতুন একজন করোনায় আক্রান্ত, মোট ৫৪৯ জন

মেহেরপুরে আজ নতুন করে ◌্নএক করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি গাংনী থানার বাসিন্দা। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্ত হলেন ৫৪৯ জন। আজ সন্ধায় মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা.নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, আজ প্রাপ্ত ৩৩ টি রিপোটের মধ্যে ১ টি পজিটিভ। এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ৩৫৮৯ টি।

মেহেরপুর জেলায় বর্তমানে আক্রান্ত রয়েছেন ৯২ জন। (সদর ৩৯, গাংনী ৩০, মুজিবনগরে ২৩) জন। এ পর্যন্ত জেলায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়ে- ১২ জন। (সদর-৬, গাংনী- ৫, মুজিবনগর -১)। সুস্থ হয়েছেন ৪০২ জন । অন্যত্র ট্রান্সফার্ড করা হয়েছে ৩৮ জনকে।

খালেদার মুক্তির মেয়াদ ৬ মাস বাড়ছে

বিরোধীদল বিএনপির চেয়ারপার্সন এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মুক্তির মেয়াদ আরও ছয় মাস বাড়ানোর অভিমত দিয়েছে আইন মন্ত্রণালয়।আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, করোনাভাইরাস পরিস্থিতির কারণে বাংলাদেশে বাসায় থেকে চিকিৎসা নেয়ার পুরোন শর্তে তার সাজা ছয় মাসের জন্য স্থগিত করার পক্ষে এই মত তারা দিয়েছেন।

খালেদা জিয়ার পরিবারের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে আবেদনে স্থায়ীভাবে তার মুক্তি চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু আইন মন্ত্রণালয় স্থায়ী মুক্তির

আবেদন বিবেচনা করেনি। এছাড়া বিএনপি নেত্রীকে বিদেশে নিয়ে চিকিৎসা করানোর বিষয়ও তার পরিবারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল।

তবে আইনমন্ত্রী জানিয়েছেন, বিদেশে নিয়ে চিকিৎসার ব্যাপারে পরিষ্কারভাবে তারা এই আবেদনে চান নাই। এছাড়া তারা স্থায়ী মুক্তির আবেদন করেছিলেন। সেখানে আমরা আইনগত দিক থেকে সাজা ছয় মাস স্থগিত করে এই সময় পর্যন্ত তার মুক্ত থাকার মেয়াদ বাড়ানোর মতামত দিয়েছি।’

তিনি বলেছেন, আইন মন্ত্রণালয়ের এই মতামত তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছেন। এখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিষয়টি পাঠানো হবে। খালেদা জিয়ার ছোট ভাই শামীম ইস্কান্দারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৪ শে মার্চ শর্ত সাপেক্ষে সরকারের নির্বাহী আদেশে সাজা স্থগিত করে ছয় মাসের জন্য সরকার খালেদা জিয়াকে মুক্তি দিয়েছিল।

খালেদা জিয়া দুর্নীতির মামলায় দুই বছরের বেশি সময় জেল খাটার পর সেই দিনই মুক্তি পেয়েছিলেন। তিনি এখন যে মুক্ত আছেন সেই মুক্তির মেয়াদ আগামী ২৪শে সেপ্টেম্বর শেষ হতে যাচ্ছে। সেই প্রেক্ষাপটে গত ২৫ শে অগাস্ট শামীম ইস্কান্দার পরিবারের পক্ষ থেকে স্থায়ী মুক্তি চেয়ে আবেদন করা হয়েছিল।

এখন সেই আবেদনের ওপর আইন মন্ত্রণালয় তাদের মতামত পাঠালো। আইনমন্ত্রী জানিয়েছেন, এটি প্যারোল বা জামিন মুক্তি নয়। ফৌজদারি কার্যবিধিতে সরকারের যে ক্ষমতা রয়েছে সেই ক্ষমতাবলে সাজা স্থগিত করে এই মুক্তির বিষয় এসেছে।

২০০৮ সালে বিএনপি চেয়ারপার্সনের বিরুদ্ধে জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্টের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে মামলা দায়ের হয়। দশ বছর পর ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে মামলার রায়ে তার পাঁচ বছরের কারাদণ্ড হয়। তবে পরে হাইকোর্ট সেই সাজা বাড়িয়ে দশ বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দেন।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশিদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আসছে ৭ সেপ্টেম্বর থেকে

আগামী সোমবার (৭ সেপ্টেম্বর) থেকে কোভিড -১৯-এর দেড় লাখের বেশি মামলা রেকর্ড করা দেশগুলোর নাগরিকদের উপর সরকার প্রবেশ নিষেধাজ্ঞা জারি করবে বলে জানিয়েছে মালয়েশিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী দাতুক সেরি ইসমাইল সাবরি ইয়াকুব।

সিনিয়রমন্ত্রী (সুরক্ষা) বলেছেন, তালিকার দেশগুলোর মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, স্পেন, ইতালি, সৌদি আরব, রাশিয়া এবং বাংলাদেশ রয়েছে। পাশাপাশি তিনটি দেশ ভারত, ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপিন্সের নাম আগে ঘোষণা করা হয়েছে। আমরা উচ্চ-ঝুঁকিযুক্ত বলে বিবেচিত আরও বেশি দেশকে এই তালিকায় যুক্ত করব, যার দেড় হাজারেরও বেশি ইতিবাচক মামলা রয়েছে। তাদের নাগরিকদের (মালয়েশিয়ায় প্রবেশ নিষিদ্ধ) করা হবে।

‘তবে, জরুরি পরিস্থিতি বা দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের সাথে জড়িত যেমন-যদি কোনও ব্যক্তির দেশগুলোর মধ্যে বৈঠকের জন্য আসা দরকার হয়, তবে আমরা প্রবেশের অনুমতি দেব। তবে এতে ইমিগ্রেশন বিভাগের অনুমতির প্রয়োজন। আজ বৃহস্পতিবার তিনি বিশেষ কমিটির বৈঠকে সভাপতিত্বের পরে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।
তিনি আরও বলেন, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কোভিড -১৯-এর পরে দেড় লাখের বেশি ইতিবাচক মামলা রেকর্ড করেছে এমন দেশগুলোর বিষয়ে বিশদ ঘোষণা করবে।

গত মঙ্গলবার ইসমাইল সাবরি সে দেশগুলোতে কোভিড -১৯ মামলার বৃদ্ধির কারণে ৭ সেপ্টেম্বর থেকে ভারত, ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপাইন থেকে দীর্ঘমেয়াদী পাসধারীদের প্রবেশ নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা দিয়েছে।

নিষেধাজ্ঞায় ছয়টি ক্যাটাগরির পাস হোল্ডার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যথা স্থায়ী আবাসিক স্ট্যাটাস (পিআর), মালয়েশিয়া মাই সেকেন্ড হোম প্রোগ্রাম (এমএম 2 এইচ) অংশগ্রহণকারীরা, পেশাদার ভিজিট পাস (পিভিপি) ধারক এবং আবাসিক পাসধারীরা সহ অভিবাসীরা।

মালয়েশিয়ার নাগরিকদের পত্নী এবং তাদের সন্তানদের পাশাপাশি তিনটি দেশের শিক্ষার্থী যারা মালয়েশিয়ায় ফিরে আসতে চেয়েছিল তাদেরও নিষেধাজ্ঞা ছিল।

এদিকে ইসমাইল সাবরি বলেছেন, উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ দেশ থেকে মালয়েশিয়ানদের দেশে ফিরতে দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের কোনও সমস্যা নেই। তবে মানক অপারেটিং পদ্ধতিতে (এসওপি) নির্ধারিত ১৪ দিনের বাধ্যতামূলক কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে তাদের।

নতুন এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়ে তিনি বলেন, কোভিড-১৯ মহামারী মোকাবিলার জন্য জনগণ এসওপি-র অনুসরণ করে চলেছে তা নিশ্চিত করার জন্য এটি আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত পরিচালিত হবে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

ঢাকা-৫ ও নওগাঁ-৬ আসনের তফসিল ঘোষণা

ঢাকা-৫ ও নওগাঁ-৬ আসনের উপ-নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার তফসিল ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

গত ৬ মে বার্ধক্যজনিত কারণে হাবিবুর রহমান মোল্লা মারা গেলে ঢাকা-৫ আসনটি শূন্য হয়। এ আসনে ভোট করার শেষ সময় ১ নভেম্বর।

এছাড়া গত ২৭ জুলাই নওগাঁ-৬ আসনের সংসদ সদস্য ইসরাফিল আলম করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা যান। ফলে আসনটি শূন্য হয়। সে অনুযায়ী ৯০ দিনের হিসাবে ২৪ অক্টোবরের মধ্যে এই আসনে ভোট করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

মেহেরপুরে অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে পড়ে সর্বস্ব হারালেন ঢাকার মরিচ ব্যাবসায়ী

মেহেরপুরের গাংনীতে অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে পড়ে সর্বস্ব হারিয়েছেন এক মরিচ ব্যবসায়ী। বৃহস্পতিবার সকালে গাংনী উপজেলার বাওট বাজারে অচেতন অবস্থায় তাকে
পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা। স্থানীয় লোকজন জানান,

বৃহস্পতিবার ভোরে শ্যামলী পরিবহন থেকে তাকে নামিয়ে গাংনী উপজেলার বাওট বাজারে রেখে গেছে
পরিবহনের লোকজন। মরিচ ব্যবসায়ীর বাড়ি ঢাকা কালিয়াকৈর। তার নাম হাফিজুর রহমান, গুরু নামেও অনেক ব্যবসায়ীরা তাকে চেনে বলে জানিয়েছে এক
ব্যবসায়ী।

মেহেরপুরের বিভিন্ন আড়ৎ থেকে মরিচ কিনে ঢাকায় নিয়ে যেতো সে। মরিচ কেনার জন্য এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা তার নিকট ছিল বলে জানিয়েছে স্থানীয়রা।

গাংনীতে মা ও মেয়ের অনশনের চতুর্থ দিন-খোঁজ নিচ্ছেনা কেউ, চলছে নানা গুঞ্জন

গাংনী পৌর মেয়রের কাছে পাওনা টাকার দাবীতে অনশনরত মা মেয়র পাশে নেই তার পরামর্শ দাতাসহ প্রশাসনের লোকজন। অনশন ভাঙ্গাতে কেউ এগিয়ে আসেননি। আবার কেউ মধ্য¯থতার হাত বাড়িয়ে দেন নি চারদিন পেরিয়ে গেলেও। অনেকেই এ অনশনকে ব্যাক্তি কিংবা রাজনৈতিক ইস্যু বলে মন্তব্য করছেন। মা ও মেয়ের অনশনের চতুর্থ দিন । খোঁজ

নিচ্ছেনা কেউ। টনক নড়েনি পৌর মেয়রের।

অনশনরত মৌমিতা খাতুন পলি জানান, গাংনী পৌরসভায় সহকারী কর আদায়কারী পদে নিয়োগের জন্য পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলামের সাথে ১৫ লাখ টাকা প্রদান করা হয়। অথচ ২০১৮ সালে আমাকে নিয়োগ না দিয়ে অন্য একজনকে সহকারী কর আদায়কারী পদে নিয়োগ দেন মেয়র আশরাফুল। টাকা ফেরত চেয়ে বারবার তাগাদা দিলেও কোন কর্ণপাত না করায় গত ২০ আগষ্ট বৃহস্পতিবার অনশন করা হয়।

গাংনী থানার ওসির ডাকে সাড়া দিয়ে অনশন ভঙ্গ করা হয়। পরদিন থানায় এক সালিশিতে উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেকসহ পৌর কাউন্সিলরগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে মেয়র আশরাফুল ইসলাম জানান, জমি কেনার জন্য পলির স্বামী মোমিন টাকা দিয়েছিলেন। চাকরির জন্য নয়। যেহেতু পলির স্বামী মোমিন টাকা দিয়েছিল তাকে ফেরত দিয়েছি। পরে এক বৈঠকে স্বামি মোমিন হাজির হলেও মেয়র অনুষ্ঠানে উপস্থিত হননি। বাধ্য হয়ে আবারো অনশন শুরু করা হয়।

একটি সুত্র জানায়, রাজনৈতিক সুবিধা নেয়ার জন্য এবং মেয়রকে খাটো করার জন্য পলি ও তার মাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। যারা অনশনের পরামর্শ দিয়েছেন তারা এখন কোন খোঁজ রাখছেন না পলি ও তার মায়ের। ফলে চরম বিপাকে পড়েছেন দিন দিন দিশেহারা হয়ে পড়ছেন তারা।

অপর একটি সুত্র জানান, আশরাফুল ইসলামের প্রতিপক্ষের পরামর্শে পলি ও তার মা বারবার অনশন করছেন। ফলে মেয়র আশরাফুল ইসলাম আরো রাগান্বিত হয়েছেন। তাছাড়া পরের সম্পদ ও টাকার প্রতি আশরাফুল ইসলামের আকৃষ্ট হবার অভ্যাস অনেক আগের বলেও মন্তব্য অনেকের।

এদিকে অনশনরতদের বাহ্যিক ব্যবহারে অনেকেই নানা মন্তব্য করেছেন। ৪দিন ধরে অনশনে থাকলে অসুস্থ হবার কথা। কিন্তু তা হয়নি। মাঝে মধ্যে পলি শহীদ মিনার ছেড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আবার পলির মা হুশনিয়ারা বেগম বাড়ি গিয়ে সাংসারিক কাজ সেরে আনুষ্ঠানিক ভাবে বসছেন অনশনে।

বৃহস্পতিবার সকালে পলির মা হুসনিয়ারা বেগম অসুস্থ্য মনে করে পলি নিজেই স্থানীয় একটি ফার্মেসী থেকে স্যালাইন কিনে তার মায়ের শরীরে নিজেই পুশ করেছেন। সরেজমিনে দেখা গেছে, উপজেলা পরিষদ শহীদ মিনারে আমরণ অনশনের ব্যানার থাকলেও তারা বৃহস্পতিবার সকাল থেকে অনশনে রয়েছে উপজেলা পরিষদের একটি ঘরে। মৌমিতা খাতুন পলি ও তার বৃদ্ধ মা হুসনিয়ারা বেগমের অনশনের চিত্র দেখে বিভিন্ন শ্রেনী পেশার

মানুষ বিদ্রুপাত্মক হাঁসি হাঁসছেন। প্রতক্ষদর্শীরা জানান, পলি ও তার মা অমরণ অনশনের ডাক দিলেও তাদের নাওয়া-খাওয়া সবই ঠিক ঠাক মত চলছে। তবে পলি বলছেন আমরা অনশন থেকে সরে দাঁড়াবোনা।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ওবাইদুর রহমান জানান, অনশনের বিষয়টি জেনে। আমরা স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও মেয়র সাহেবের সাথে বসেছিলাম। বিষয়টি অমীমাংসিত রয়ে গেছে। তবে এসব বিষয়ে আদালতের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া কোন উপায় দেখছি না। তিনি আরো জানান, অনশনরতদের যাতে কেউ সমস্যা না করতে পারে সে জন্য পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সেলিম শাহনেওয়াজ জানান, অনশন ও টাকার বিষয়ে মেয়র বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে বাইপাস করছে। বিষয়টি জেলা প্রশাসককে জানানো হয়েছে। তবে তিনি আরো জানান, টাকা পয়সা লেনদেনের বিষয়টি গাংনী পৌর মেয়রের সাথে অনশনকারিদের। তারা পৌর ভবন এলাকায় অনশনে না বসে উপজেলা পরিষদ চত্বরে অনশনের বিষয়টি দুঃখ জনক। আইনগত ব্যাবস্থা না নিয়ে অনশনের পরিকল্পনা করাটা যুক্তিযুক্ত কিনা সেটাও ভাবা দরকার ছিল তাদের। তবে তারা যেহেতু অনশনে রয়েছেন তাদের নিরাপত্তার জন্য পুলিশ তৎপর রয়েছে।

মেহেরপুরে সরকারি অনুদানের চেক বিতরণ

মেহেরপুরে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে করোনা ভাইরাস প্রদুর্ভাবের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত খেলোয়াড়/ প্রশিক্ষক/ ক্রীড়া সংগঠক এর মধ্যে বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল থেকে আর্থিক অনুদানের চেক বিতরণ করা হয়েছে। একই সময় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় দুস্থ ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি পুনর্বাসন এবং মসজিদ-মন্দির উন্নয়নের জন্য অনুদানের চেক বিতরণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে

এ সকল চেক বিতরণ করা হয়। জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে চেক বিতরণ এর উদ্বোধন করেন।

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে ভিডিও কনফারেন্সে বক্তব্য রাখেন পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলি, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোঃ তৌফিকুর রহমান, সদর উপজেলা নির্বাহি কর্মকর্তা মুহাম্মদ মাসুদুল আলম, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, যুগ্ম সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহিন, প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক, ফুটবল প্রশিক্ষক আব্দুল মালেক, ক্রীড়াবিদ নাহিদা আক্তার প্রমুখ। পরে সেখানে চেক বিতরণ করা হয়।

চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে ১৭ জন দুস্হ ধর্মপ্রাণ মুসলিম ব্যক্তির মাঝে ২ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা, ১০ জন দুস্হ ধর্মপ্রাণ হিন্দু ব্যক্তির মাঝে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, ১২ টি মসজিদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ৬ লক্ষ টাকা, ১ টি মন্দির উন্নয়নের জন্য ৫০ হাজার টাকার ও ৮ জনকে মাসিক ২ হাজার টাকা করে মোট ২৪ হাজার টাকা, করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ৪৫ জনের মধ্যে ৭ হাজার টাকা করে চেক প্রদান করা হয়।

দৌলতপুরের এমপির ভাই নিহত হাসিনুর রহমানের মৃত্যুতে শোকসভা অনুষ্ঠিত

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে দুর্বৃত্তের হামলায় এমপির ভাই নিহত হাসিনুর রহমানের মৃত্যুতে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় দৌলতপুর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এই শোকসভা হয়।

দৌলতপুর উপজেলার আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি মঈন উদ্দিন মোহনের সভাপতিত্বে শোক সভায় স্থানীয় সাংসদ সরোয়ার জাহান বাদশা হত্যার মদদদাতা ও রাজনৈতিক পরিকল্পনাকারীদের চিহ্নিত করে তাদের আইনের আওতায় আনার দাবি জানান।

নিহত হাসিনুর সাংসদ সরোয়ার জাহান বাদশার ফুফাতো ভাই।

সভায় আরও বক্তব্য রাখেন ভেড়ামারা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান আক্তারুজ্জামান মিঠু, মিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কামারুল আরেফিন, দৌলতপুর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সাক্কির আহমেদ, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সোনালী খাতুন আলেয়া, দৌলতপুর কলেজের অধ্যক্ষ ছাদিকুজ্জামান খান সুমন, মুক্তিযোদ্ধা হায়দার আলী, দৌলতপুর কলেজের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সরকার আমিরুল ইসলাম, দৌলতপুর স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহ্বায়ক ইউপি চেয়ারম্যান শাহ আলমগীর, সাবেক ছাত্রলীগের সভাপতি সরদার আতিয়ার রহমান আতিক, উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাদের, ওরুশ কবিরাজ, যুবলীগ নেতা ওয়াসিম কবিরাজসহ অওয়ামী লীগ দলীয় নেতৃবৃন্দ।

প্রসঙ্গত, গত ২৯ আগস্ট একই এলাকার চা দোকানি মজিবর রহমান বয়াতি রামদা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে হাসিনুরকে। খবর পেয়ে পুলিশ মজিবরকে নিজ বাড়ি থেকে আটক করে। পরে মজিবর কুষ্টিয়ার আদালতে স্বীকারেক্তিমূলক জবানবন্দী দেন।

জবানবন্দীতে তিনি বলেন, তার ছেলেকে ২০১৯ সালের কোরবানির ঈদে সন্ধ্যায় হত্যা করে হাসিনুরের লোকজন। পরে তিনি আদালতে মামলা করেন। আদালতের নির্দেশে মামলাটি থানায় নথিভুক্ত হয়।